হেফাজতের হরতাল আরো একদিন বাড়ানো হচ্ছে

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, হেফাজতের ডাকা হরতাল আরো একদিন বাড়ানো হতে পারে। এরআগে, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নেতা-কর্মী ও প্রতিবাদী মুসল্লিদের হত্যা ও হামলার প্রতিবাদে শনিবার (২৭ মার্চ) সারা দেশে বিক্ষোভ এবং রবিবার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা দেয় হেফাজতে ইসলাম।

হেফাজতের আমির মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এ কর্মসূচি দেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় পল্টনে ঢাকা মহারগর হেফাজতের সাধারণ সম্পাদক মামুনুল হক তার পক্ষে কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেদ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে বায়তুল মোকাররম, হাটহাজারীসহ সারা দেশে আন্দোলনরতদের ওপর হামলা ও ৪ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

হেফাজতের ডাকা হরতালে আজ রবিবার সারাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ভাংচুর, অগ্নি সংযোগ করা হয়।

ইরানি টিভির অফিসিয়াল পেজ বন্ধ করে দিল ফেসবুক

ইরানের ইংরেজি ভাষার নিউজ চ্যানেল প্রেসটিভির অফিসিয়াল পেজ বন্ধ করে দিয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ।

কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই ফেসবুক শনিবার প্রেস টিভিকে জানায়, তারা স্থায়ীভাবে এই টিভির পেজ বন্ধ করে দিয়েছে। এর কারণ হিসেবে টিভি চ্যানেলটির বিরুদ্ধে ফেসবুকের ‘নীতিমালা লঙ্ঘনের’ অভিযোগ আনা হয়েছে। খবর তাসনিম নিউজের।

প্রেস টিভির ফলোয়ার সংখ্যা ৪০ লাখের বেশি। গত জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এমন একটি মিডিয়ার অফিসিয়াল পেজ সাময়িকভাবে স্থগিত করে

দিয়েছিল। পরে অবশ্য প্রেস টিভির পক্ষ থেকে আবেদন করার পর তারা আবার এটি খুলে দেয়। কিন্তু এবার ফেসবুক কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, এবার আর আবেদন করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

২০১৮ সালে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ ইরান ও রাশিয়ার শত শত অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়। সামাজিক এই যোগাযোগমাধ্যমটি দাবি করে, ভুল তথ্য প্রচারের দায়ে এসব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তখন থেকে কয়েকবার প্রেস টিভির ফেসবুক পেজও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২০২০ সালে রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম স্পুটনিক এবং চীনের সংবাদ সংস্থা সিংহুয়ার সঙ্গে ইরানের প্রেস টিভির অফিসিয়াল পেজ বন্ধ করার হুমকি দিয়েছিল ফেসবুক।

হেফাজত-পুলিশ সংঘর্ষ, ওসিসহ ৫ পুলিশ আহত

হেফাজত-পুলিশ সংঘর্ষে ওসিসহ ৫ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এ সময় দুইজন দারোগার ২টি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা ওসির গাড়ি ভাংচুর করে।

রোববার দুপুরে হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে এ ঘটনায় আহত পুলিশ সদস্যদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

আজমিরীগঞ্জ থানার ওসি নূরুল ইসলাম জানান, উপজেলার বানিয়াচং- আজমিরীগঞ্জ সড়কের নগর পয়েন্টে কিছু লোক রাস্তা অবরোধ করছিল। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গেলে মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৭-৮শ’ লোক জড়ো হয়।

এ সময় তারা হামলা চালিয়ে এএসআই নিজাম উদ্দিনসহ দুইজন দারোগার মোটরসাইকেলে আগুন দেয়। ওসির গাড়িও ভাংচুর করা হয়। হামলায় আহত ওসি নূরুল ইসলাম, এসআই পুনয়েল ও এসআই নজিবরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

হেফাজতের হরতালে ‘বিএনপি জামায়াত শিবির’, হামলা ভাংচুর

হেফাজতে ইসলামের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চিটাগাং রোড এলাকা থেকে শুরু করে ডেমরা-মাতুয়াইলের সাইনবোর্ড পর্যন্ত এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

রোববার সকাল থেকেই হেফাজতের নেতাকর্মীদের সঙ্গে র্যাব-পুলিশ ও বিজিবির দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন কাঁদানে গ্যাস, টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে।

এদিকে পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাওয়ার এক পর্যায়ে সকাল সাড়ে ১০টায় হরতাল সমর্থকদের ওপর রাবার বুলেট ছুড়ে বিজিবি। এ সময় সাকিল নামে এক পথচারীসহ ৫জন হেফাজতকর্মী গুলিবিদ্ধ হয় বলে জানা গেছে। তবে তাদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

এ ছাড়া সকাল থেকেই হেফাজত ও পুলিশের মধ্যে দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনায় অর্ধশতাধিক হেফাজতের নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ১০ জন হরতাল সমর্থককে আটক করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, রোববার ভোর থেকেই রাজধানীর অন্যতম প্রবেশদ্বার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাদানিনগর ও মৌচাক এলাকায় হেফাজতের নেতাকর্মীরা সমবেত হয়ে রাজধানীতে প্রবেশের চেষ্টা চালান। এ সময় রাজধানীর ডেমরা, কদমতলী ও যাত্রাবাড়ী থানাধীন সাইনবোর্ড এলাকাসহ সিদ্ধিরগঞ্জ ও ফতুল্লা থানা এলাকায় অবস্থান নিতে থাকে হেফাজতের লোকজন। তাদের সঙ্গে বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের লোকজন ঢুকে হামলা ভাংচুর করেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে সাইনবোর্ড এলাকায় হেফাজত ও পুলিশের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে থাকে। হেফাজত ইসলামের নেতাকর্মীরা ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়কে সব যান চলাচল বন্ধ করে দিয়ে মহাসড়কে অবস্থান

নিয়ে হরতাল পালন করে। এ সময় দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, মাইক্রোবাসসহ বিভিন্ন প্রকার পণ্যবাহী যানবাহন ভাংচুর করে হরতাল সমর্থকরা। এ ঘটনায় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দিকে পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা হেফাজতের নেতাকর্মীদের সরাতে ব্যর্থ হওয়ার এক পর্যায়ে ফাঁকা গুলি ছুড়ে বিজিবির সদস্যরা। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংঘর্ষে শফিকুল ইসলাম (৬৭) ও শাকিল (৩৫) নামে দুই জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং শাহাদাত (৩৫) নামে একজন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে শাকিলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে আর বাকি দুজনকে সিদ্ধিরগঞ্জের মা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় বিকাল ৩ পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার একপর্যায়ে মাদ্রাসাছাত্রদের ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। বর্তমানে উভয়পক্ষ সতর্ক অবস্থানে আছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে র্যাব সদস্যরাও সেখানে উপস্থিত আছেন।

এ বিষয়ে ওয়ারী জোনের উপপুলিশ কমিশনার শাহ ইফতেখার আহম্মেদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা গেছে- হেফাজতের লোকজন ঢাকায় প্রবেশ করে অন্যান্য মাদ্রাসার সমন্বয়ে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। এ জন্য প্রশাসন অতিরিক্ত র্যাব, পুলিশ ও বিজিবি মোতায়েন করা হয়। হরতাল সমর্থকদের কোনোভাবেই রাজধানীতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তাই হরতাল প্রতিরোধে সাইনবোর্ড এলাকায় প্রশাসনিক বেষ্টনীতে রাখা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, হরতালের সমর্থনে সকাল থেকে সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক এলাকায় হেফাজতের নেতাকর্মীরা জড়ো হতে শুরু করে। পুলিশের উপস্থিতিতে তারা শিমরাইল ইউটার্ন এলাকায় লাঠিসোটা নিয়ে অবস্থান নেয়। তারা সড়কে টায়ার, বাঁশ, কাঠ, চৌকি, বেঞ্চসহ বিভিন্ন আসবাবে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। হরতাল সমর্থকরা মহাসড়কের যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সকালে হেফাজতের নেতাকর্মীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন। তারা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহসড়কের কয়েকটি স্থানে গাছের গুঁড়ি, বিদ্যুতের ঢালাই পোল (খুঁটি) সড়কে ফেলে ও টায়ার, কাঠ-বাঁশে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ রেখেছেন। এদিন ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়কের সানারপাড় এলাকায় একটি ট্রাক ও একটি মাইক্রোবাসে আগুন ধরিয়ে দেয় হরতাল সমর্থকরা। এছাড়া

সংবাদকর্মীদের মোটরসাইকেল, গাড়ি ভাংচুর করে হরতাল সমর্থকরা। তবে ওয়ারী জোনের যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা, কদমতলী থানা এলাকা, গেন্ডারিয়া ও শ্যামপুর থানা এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখা গেছে।

এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শটগানের গুলি ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে যানবাহন চলাচল করার চেষ্টা চালিয়েছে প্রশাসন।

এদিকে ডেমরার গলাকাটা, স্টাফ কোয়ার্টার এবং সাইনবোর্ড এলাকায় সকাল থেকে মোটরসাইকেলে মহড়া দেন ডেমরা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রয়াত এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লাপুত্র মশিউর রহমান মোল্লা সজল। এ সময় ডেমরা ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় ডিএসসিসির ৬৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাহমুদুল হাসান ও ৬৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সালাহ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সড়কে হরতালের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। রা হরতাল প্রতিরোধ করে সড়কে যানবাহন চলাচলের চেষ্টা চালান।

মাতুয়াইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শান্তনূর খান শান্ত নেতৃত্বে সাইনবোর্ড সড়কের বাদশা মিয়া রোডে হরতালবিরোধী মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। ধোলাইপাড় কদমতলী থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ৫৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আকাশ কুমার ভৌমিকের নেতৃত্বে হরতালবিরোধী লাঠি মিছিল হয়।

এ বিষয়ে ডেমরা থানা অওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মোল্লা সজল বলেন, হরতালের নামে নাশকতা সৃষ্টি করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে হেফাজতে ইসলাম। আর নেপথ্যে তাদেরকে মদদ দিচ্ছে বিএনপি-জামায়াত। কিন্তু হরতাল সমর্থকদের প্রতিহত করতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।

উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের প্রতিবাদ ও হেফাজতের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে প্রাণহানির ঘটনায় হরতাল ডাকে হেফাজতে ইসলাম।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের হরতাল বিরোধী মিছিল

বাংলাদেশ হেফাজত ইসলামের রবিবার দিন ব্যাপি ডাকা হরতালের কোন প্রভাব ঝিনাইদহে পড়েনি। সকাল রাস্তায় যান চলাচলা স্বাভাবিক ছিল তাছাড়া অন্যান্য দিনের মতই শহরের দোকান-পাট ছিল খোলা।

এদিকে সকালে শহরের পায়রা চত্বর থেকে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এসময় অংশগ্রহণকারীরা হরতাল বিরোধী ও হেফাজতের নাশকতামুলক কর্মকান্ড বিরোধী নানা শ্লোগান দিতে থাকে। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অবস্থান নেয়।

নোয়াখালীতে পুত্রবধূকে কুপিয়ে হত্যা করলেন শ্বশুর

পারিবারিক কলহের জেরে নোয়াখালীর সেনবাগে প্রবাসীর স্ত্রী তিন সন্তানের জননী ছায়েরা খাতুন প্রকাশ রেখা (৩৫) নামের এক গৃহবধূকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন তার শ্বশুর আবদুল মান্নান প্রকাশ মনা।

. ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত আবদুল মান্নান পলাতক রয়েছে।

রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার কেশারপাড় ইউনিয়নে ইটবাড়ীয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ছায়েরা খাতুন রেখা ওই গ্রামের কুয়েত প্রবাসী মো. বাবুলের স্ত্রী ও উপজেলার অর্জুনতলা ইউনিয়নের মানিকপুর গ্রামের হানিফ মিয়ার মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১৮ বছর পূর্বে রেখার সঙ্গে প্রবাসী বাবুলের বিয়ে হয়। বিবি আমেনা (১৬), সাইফুল ইসলাম শাওন
(১৪) ও জাফর ইসলাম (১১) নামের তাদের তিন সন্তান রয়েছে।

স্বামী বিদেশে থাকায় সন্তানদের নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকতেন রেখা। পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শ্বশুর মান্নানের সঙ্গে বিরোধ ছিল রেখার।

রোববার সকালে ঘর থেকে রেখার চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন এগিয়ে যান। এ সময় আবদুল মান্নান ঘর থেকে দ্রুত পালিয়ে যান। পরে ঘরে গিয়ে রেখার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে উপস্থিত লোকজন থানায় খবর দেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সেনবাগ থানার ওসি আবদুল বাতেন মৃধা যুগান্তরকে জানান, খবর পেয়ে নিহতের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের শরীরের একাধিক ছুরির জখমের চিহৃ রয়েছে।

তিনি বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। অভিযুক্ত আবদুল মান্নান মনাকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

হেফাজতের হরতালে ফের রণক্ষেত্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আরও ২ জন নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হেফাজতে ইসলামের ডাকা হরতালকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

রোববার সকাল থেকেই হরতাল সমর্থকরা বিভিন্ন সড়ক মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন।

এ সময় তারা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা ও

ভাঙচুর করে অগ্নিসংযোগ করেন।

এ সময় শহরের পৈরতলা, পুলিশ লাইন্স এলাকা, কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়ক, বিশ্বরোড এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে নতুন করে দুজন নিহত হয়েছেন।

নিহতরা হলেন- সরাইলের আলামিন ও অজ্ঞাত একজন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত ১০ জন নিহত হয়েছেন। তবে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

এছাড়া বিক্ষুব্ধরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা, শিল্পকলা একাডেমি, জেলা পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, ভূমি অফিস, আলাউদ্দিন সঙ্গীতাঙ্গন, জেলা আওয়ামী লীগের অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাব, আনন্দময়ী কালিবাড়ি মন্দির, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের বাড়ি, শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ভাষা চত্বর, উন্নয়ন মেলাসহ বিভিন্ন সরকারি ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক হামলা ও ভাঙচুর চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে।

এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি রিয়াজউদ্দিন জামি হামলাকারীদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন।

এদিকে জেলা সদরের বিভিন্ন স্থানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষুব্ধদের সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ১০ জন নিহত হয়েছেন এবং পুলিশসহ আহত হয়েছে দেড় শতাধিক।

হরতালকে কেন্দ্র করে বন্ধ রয়েছে দোকানপাটসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া আঞ্চলিক ও মহাসড়কে ছোট-বড় এবং দূরপাল্লার যান চলাচলসহ বন্ধ রয়েছে রেল যোগযোগ।

ঢাকা-সিলেট, কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশের কমপক্ষে ৪০টি স্পটে টায়ার জ্বালিয়ে সড়কে ব্যারিকেড দেওয়া হয়। এছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক খুঁটি ফেলে ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শনিবার রাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ পর্যন্ত যারা নিহত হয়েছেন তারা হলেন- জুরু আলম, বাদল মিয়া সুজন মিয়া (২২) কাউসার (২৫), জোবায়ের মিয়া (১৪), হোসাইন(২২), সুলতান, কাওসার মিয়া, আলামিন। বাকিদের নাম জানা যায়নি। তবে

নিহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

তবে এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক হায়াত উদ দৌলা খান এবং পুলিশ সুপার মো. আনিসুর রহমানকে একাধিকবার ফোন করলেও তারা ফোন রিসিভ করেননি।

রোজায় দরিদ্র ও দুস্থদের ১২১ কোটি টাকা দেবে সরকার

রমজান উপলক্ষে দেশের দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে বিতরণের জন্য ১২১ কোটি ৬৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। দেশের ৬৪ জেলার চার হাজার ৫৬৮টি ইউনিয়নের প্রতিটিতে আড়াই লাখ টাকা হারে মোট ১১৪ কোটি ২০ লাখ টাকা মানবিক সহায়তা দিতে অর্থ ছাড় করা হয়।

অন্যদিকে ৩২৮টি পৌরসভার অনুকূলে মোট পাঁচ কোটি ৬৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ‘এ’ ক্যাটাগরির প্রতিটি পৌরসভার জন্য দুই লাখ টাকা, ‘বি’ ক্যাটাগরির প্রতিটি পৌরসভার জন্য দেড় লাখ টাকা এবং ‘সি’ ক্যাটাগরির প্রতিটি পৌরসভার জন্য এক লাখ টাকা হারে বরাদ্দ দেওয়া হয়।

মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানানো হয়।

এতে আরও বলা হয়, ইউনিয়ন ও পৌরসভা ছাড়াও ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের জন্য সাত লাখ টাকা হারে বরাদ্দ দেওয়া হয়। ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল এবং সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রতিটির জন্য পাঁচ লাখ টাকা হারে বরাদ্দ দেওয়া হয়। তাছাড়া দেশের ৬৪টি জেলায় ‘এ’ ক্যাটাগরি দুই লাখ, ‘বি’ ক্যাটাগরি দেড় লাখ টাকা এবং ‘সি’ ক্যাটাগরি জেলার জন্য এক লাখ টাকা হারে মোট এক কোটি ৭৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

মুজিববর্ষে কোভিড পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে

ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহায় পরিবারকে তাৎক্ষণিক খাদ্য সহায়তার জন্য এ অর্থ ব্যয় করা যাবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাসিনা-মোদির বৈঠকে কয়েকটি প্রকল্প উদ্বোধন, ৫ সমঝোতা সই

বাংলাদেশে সফররত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। বৈঠকে দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৫টার পর মোদি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছালে শেখ হাসিনা তাকে স্বাগত জানান।

দুই সরকারপ্রধান প্রথমে কিছু সময় একান্তে বৈঠক করেন। পরে তাদের নেতৃত্বে শুরু হয় দুই দেশের প্রতিনিধি দলের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক, যা চলে সন্ধ্যা সোয়া ৬টা পর্যন্ত।

বৈঠকে ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ি ‘মিতালী’ এক্সপ্রেস ট্রেনসহ কয়েকটি প্রকল্প ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করা হয়েছে।এছাড়া দুই দেশের মধ্যে ৫টি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন গত বুধবার বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবেন, যেগুলো আলোচনা হয়েছে এবং মোটামুটি একটা ঠিক হয়েছে, ওইগুলো যাতে বলবৎ থাকে, বাস্তবায়নে অসুবিধা না হয়, সেজন্য হয়ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরতে পারেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে বঙ্গভবনে যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ (২৭ মার্চ) রাতে দিল্লির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দু’দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে শুক্রবার সকালে মোদি ঢাকায় আসেন।

545
Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonlinkedin sharing buttonprint sharing button
যুগান্তর ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন

আগামীর অভিযাত্রায় বাংলাদেশের পাশে থাকবে ভারত

আগামীর অভিযাত্রায় বাংলাদেশের পাশে থাকবে ভারত। যেমনিভাবে একাত্তর সালে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল; তেমনিভাবে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় পাশে দাঁড়াবে প্রতিবেশি দেশটি। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং দুই দেশের সহযোগিতার এই পথচলা অব্যাহত রাখবে ভারত।

শনিবার ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

এ সময় বাণিজ্য, কানেক্টিভিটি, কোভিড মোকাবিলায় স্বাস্থ্য বিষয়ে সহযোগিতা ও রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন দুই সরকারপ্রধান।

এছাড়া বৈঠকে সীমান্ত হত্যা বন্ধ ও তিস্তা চুক্তি দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য, তথ্য প্রযুক্তি ও খেলাধুলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ ও

ভারত। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর দুই নেতা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাঁচটি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং দুইটি প্রকল্পের ভিক্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন। এ সময় তিস্তা চুক্তি দ্রুত স্বাক্ষরে ভারত আন্তরিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় ভারত জানায়নি বলেও জানান তিনি। ড. মোমেন বলেন, শুধু তিস্তা নয়; ছয়টি যৌথ নদীর ন্যায্য হিস্যার বিষয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোরালভাবে উপস্থাপন করেছেন। জবাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, চুক্তিটি দ্রুত স্বাক্ষরে ভারত আন্তরিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এ বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আবদুল মোমেন বলেন, সীমান্তে হত্যার বিষয়টিও আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বলেছেন। তিনি এ সমস্যার সমাধানে তাকে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। এর জবাবে নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, সীমান্তে হাট তৈরি করা গেলে এ সমস্যার অনেকখানি সমাধান হবে।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের বিষয়ে ভারতের ভূমিকার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারত মনে করছে- রোহিঙ্গাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। সেটিই নরেন্দ্র মোদি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের দুই দেশের মধ্যে যেসব অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে তার সবগুলোই দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এ সফরের মধ্য দিয়ে আমাদের দুই দেশের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। সে সঙ্গে এ অঞ্চলের উন্নয়নে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করতেও অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে।

ড. মোমেন বলেন, এ সফর আমাদের জন্য গর্বের ও গৌরবের। শুধু ভারত নয়, বিগত দশ দিনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা বাংলাদেশ সফর করেছেন। সে সঙ্গে ষাটেরও অধিক দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তারা আমাদের অভাবনীয় সাফল্যে অভিভূত বলেও জানিয়েছে। সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে কাজ করতেও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। গত দশ দিনের আয়োজন আমাদের বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। ড. মোমেন বলেন, সব মিলিয়ে আমাদের দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ

জানিয়েছেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, নরেন্দ্র মোদির এ সফরে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকগুলো হল- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, রেজিলেন্স এবং প্রশমন বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে বাংলাদেশ ও ভারত। এছাড়া বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এবং ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অব ইন্ডিয়া (আইএনসিসি) মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক, বাণিজ্য নিয়ে সহযোগিতা ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক, বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সার্ভিস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং (বিজিএসটি) সেন্টারের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য, কোর্সওয়ার অ্যান্ড রেফারেন্স বুক সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক এবং রাজশাহী কলেজ মাঠ ও আশপাশের এলাকায় স্পোর্টস সুবিধা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।

উদ্বোধন করা প্রকল্পগুলো হলো- গ্রাউন্ড ব্রেকিং সেরিমনি ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফর পাওয়ার ইভাকুয়েশন ফ্যাসিলিটিজ অব রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, ঢাকা ও নতুন জলপাইগুড়ির মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন মিতালী এক্সপ্রেস, কুষ্টিয়ার শিলাইদহ কুঠিবাড়ি রবিন্দ্র ভবনের সম্প্রসারিত উন্নয়ন কাজ, আশুগঞ্জে ইন্ডিয়ান যৌথ বাহিনীর শহিদদের স্মরণে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নতুন তিনটি সীমান্ত হাটের উদ্বোধন করেন দুই প্রধানমন্ত্রী।

পাশাপাশি দুই প্রধানমন্ত্রী মুজিবনগরের মেহেরপুর থেকে নদীয়া হয়ে কলকাতা পর্যন্ত স্বাধীনতা সড়ক চালুর বিষয়ে একটি ভিডিও প্রত্যক্ষ করেন। বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট উন্মোচন করেন দুই প্রধানমন্ত্রী।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে উপহারের ১০৯টি অ্যাম্বুলেন্সের একটি প্রতীকী চাবি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন নরেন্দ্র মোদি। এছাড়া ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে ১.২ মিলিয়ন করোনা টিকা দেওয়ার প্রতীকী হিসেবে এক বক্স টিকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন নরেন্দ্র মোদি।

বিকাল ৫টার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছালে শেখ হাসিনা তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। দুই সরকারপ্রধান প্রথমে কিছু সময় একান্তে বৈঠক করেন। পরে তাদের নেতৃত্বে শুরু হয় দুই দেশের প্রতিনিধি দলের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক, যা চলে সন্ধ্যা সোয়া ৬টা পর্যন্ত। পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সীমান্তে ঘটনা বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং সীমান্তে দুঃখজনক ঘটনা কমিয়ে শূন্যে নামিয়ে আনতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অনুরোধ করেন। এর জবাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, মাঠ পর্যায়ের (গ্রাউন্ড লেভেল) সহযোগিতা এ ধরনের ঘটনা বন্ধে সহায়তা করবে।

এদিকে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠকের পর ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফর খুবই অর্থবহ হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের যে সোনালী অধ্যায় রচনা করতে যাচ্ছি; এ সফর তার সত্যিকার প্রতিফলন।

এদিন সন্ধ্যা ৭টায় রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বঙ্গভবনে যান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বঙ্গভবনে পৌঁছালে আবদুল হামিদ তাকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। পরে ক্রেডেনশিয়াল হলে বসে বৈঠক করেন তারা। সাক্ষাৎ শেষে পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। পরে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে টিকা প্রদান করায় রাষ্ট্রপতি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রপতি আশা করেন, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যেসব টিকা আসার কথা তা যথাসময়ে আসবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে প্রেস সচিব বলেন, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে ভারত সবসময় বিশ্বস্ত বন্ধু মনে করে। বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিতে ভারত সব সময় পাশে থাকবে। তিনি বলেন, করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই সফর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ‘যুগান্তকারী মাইলফলক’ হিসেবে থাকবে। বঙ্গবন্ধুকে গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেওয়ায় ভারতের সরকার ও

জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্ব মানবতা ও নিপীড়িত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর আজীবন সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা এই পুরস্কার।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য ভারতের সরকার ও জনগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান আবদুল হামিদ। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ভারতসহ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেয়। ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী এবং পারস্পরিক মর্যাদা, আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে একে অপরের বিশ্বস্ত বন্ধু।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন, কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা সেখানে ছিলেন।